মোহাম্মদ হাননান

মত দ্বিমত

কথাপ্রকাশ
KATHAPROKASH

উৎসর্গ

মাওলানা মোস্তাফিজুর রহমান
মাওলানা এবাদুর রহমান
মুফতি মিজানুর রহমান কাশেমী
মাওলানা জাহিদ আমীন
মুফতি সাঈদুজ্জামান

যাঁদের সহবত সব সময়ই আনন্দের

সূচি

ভূমিকা ৯

এক

নূহ আ. ও প্রাচীন বাঙালি ১৩
বাংলার সীমান্তে আলেকজান্ডার ১৯

দুই

ধর্মগ্রন্থে ভাষার নানা প্রসঙ্গ তৌরাত ইঞ্জিল কোরআন ৩০

তিন

বাংলা ভাষায় হারিয়ে যাওয়া আরবি শব্দ ৩৯
বাঙালি মুসলমানের বাংলাভাষার 'ছিরি' ৪৭
আরবি সন ও বাংলা সনের সম্পর্ক ৫৪

চার

কাবাঘর নির্মাণের ইতিহাস ৬৩
প্রথম যুগের হজ-সাহিত্য ৬৮
হজের সর্বজনীনতা ৮৬
হজকোষ ও হজের পরিভাষা ৯২
হাজি, আলহাজ কোনো পদবি নয় ৯৭

পাঁচ

বাঙালি মুসলমানের পদবির ঐতিহ্য ১০২
বাঙালি মুসলমানের নামের বৈচিত্র্য ১১৪

ছয়

পবিত্র কোরআন অনুবাদের শর্ত ও যোগ্যতা ১২৩
পবিত্র কোরআনের বাংলা অনুবাদের ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক ১২৯

পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে মানুষের সুবিধাবাদ ১৩৬
মানুষের চরিত্র ও স্বভাব প্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ১৪০
সালাম মুসাফা মুয়ানাকায় ইসলামি রীতি-নীতি ১৪৫
মুয়ামালাত ও মুয়াশারাতে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ১৫১

সাত
তাবলিগ, ইজতেমা এবং গণমাধ্যম ১৫৭

আট
শতবর্ষ আগের এক বাঙালি মুসলমান ঔপন্যাসিক ১৬৬

নয়
মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আলেম-সমাজের ভূমিকা ১৮৩
ইসলামি মূল্যবোধ ও বঙ্গবন্ধু ২০১
স্বাধীন বাংলাদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে প্রথম বিতর্ক ২০৯
কমিউনিস্টদের সাহিত্যে ভারত-বাংলাদেশে ইসলাম ২১৮
ইসলাম কেন জঙ্গিবাদ সমর্থন করে না ২৪৫

দশ
গ্রন্থপঞ্জি ২৫০

ভূমিকা

ধর্মীয় বিষয় যা একান্তভাবে মাসলা-মাসায়েলের অন্তর্ভুক্ত তা নিয়ে লেখালেখির বিষয়টা একমাত্র আলেমদের এখতিয়ারভুক্ত। তবে এর বাইরে ইসলামি পর্যবেক্ষণ, ঐতিহাসিকতা বিচার ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের মতো সাধারণেরা লিখতে পারেন বলে মনে করি। অনেক দিন আগে থেকেই আমি এমন সব কিছু বিষয় নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লিখে আসছিলাম। তাই এখানকার প্রবন্ধগুলোর প্রায় সবই কোথাও না কোথাও প্রকাশিত হয়েছে।

বাঙালিরা একটি প্রাচীন জাতি এবং এ জাতির সঙ্গে নূহ আ.-এর বংশধারার একটি সূত্র রয়েছে, যদিও আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা তার বিশেষ পাত্তা দেন না। তাঁরা কলকাতার ইতিহাসবিদদের লেখা সেই পুরানো গল্পই বলে চলছেন, যেখানে বলা হয়েছে, 'সুদেষ্ণা নামে একজন রানীর সন্তান হয় না। একদিন এক সন্ন্যাসী এসে বর দিল, বলল, তার ঘরে পাঁচটি সন্তান হবে, আর তাদের নামে পাঁচটি রাজ্য হবে।' সে থেকেই অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মদেশ এসেছে। এটি একটি লোককথা।

এই লোককথার কোনো ভিত্তি নেই। ঐতিহাসিকরা চালিয়ে দিচ্ছেন, চলে যাচ্ছে। নূহ আ.-এর বংশধারায় 'বঙ্গ' নামে একজনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যার দালিলিক প্রমাণ রয়েছে। এই 'বঙ্গ'-এর থেকে কি বঙ্গদেশ আসতে পারে না! বঙ্গদেশের সন্তানরা বাঙালি নামে পরিচিত হয়েছিল।

১৯৯৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত *অগ্রপথিক* পত্রিকায় এ নিয়ে আমি একটি লেখা লিখি। লেখাটির অংশবিশেষ

আমি এর আগে আমার রচিত *বাঙালির ইতিহাস* গ্রন্থেও অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। ঐতিহাসিক তথ্য ও সূত্র ধরে এ বিষয়ে একটি সারণিও তৈরি করি।

কিন্তু বাঙালির ঐতিহাসিক সূত্রের এ মতের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ এলো কলকাতা থেকে। এ সময় বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শাহরিয়ার কবির কলকাতা সফর করছিলেন, কলকাতার বুদ্ধিজীবী-ঐতিহাসিকরা তাঁর কাছে আমার সম্বন্ধে জানতে চান এবং বলেন বাঙালি জাতির উৎস সম্পর্কে আমার মতামতকে তারা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁরা রানী সুদেষ্ণার গল্প নিয়েই থাকতে চান।

মহাবীর আলেকজান্ডার উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চলে আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্বাঞ্চলের বীরদের, যার মধ্যে বাঙালির পূর্বপুরুষরাও ছিলেন, তাদের বীরত্বের খবরে আলেকজান্ডার তাঁর সফরসূচি পরিবর্তন করেন। আমাদের ইতিহাসে এ নিয়ে অনেক লেখালেখি আছে। কিন্তু এ গ্রন্থে আমার বিষয়টি অন্যরকম, আলেকজান্ডার যার সঙ্গে বাঙালিদের দেখা হওয়ার কথা ছিল, তিনি নবী ছিলেন কিনা! আমাদের আলেমরা মনে করেন, এ আলেকজান্ডার সেই নবী আলেকজান্ডার নন, যাঁর আরেক নাম জুলকারনাইন। আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি, ইতিহাসে একজনই আলেকজান্ডার এসেছিলেন, তিনি নবীও ছিলেন, পবিত্র কোরআনে জুলকারনাইন নামে যাকে অভিহিত করা হয়েছে। এ লেখাটিও প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পত্রিকা *অগ্রপথিক* নভেম্বর ১৯৯৮ সংখ্যায়।

এ গ্রন্থের বেশ কিছু লেখা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল মতিউর রহমান চৌধুরী সম্পাদিত *দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায়*। পত্রিকাটিতে 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে' নামে নিয়মিত একটি কলাম লিখতাম। সেখানকার কিছু প্রবন্ধ এ গ্রন্থে যুক্ত হয়েছে।

অনেক লেখা প্রকাশিত হয়েছিল *দৈনিক কালের কণ্ঠে*। *সাপ্তাহিক একতা*, *মাসিক ভিন্নমত*, *ত্রৈমাসিক বাতায়ন*, *সচিত্র বাংলাদেশ*, তালিমুল ইসলাম স্মারক সংকলন ইত্যাদিতেও এ গ্রন্থের কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল।

তবে ধর্মবিষয়ক লেখালেখিতে আমার গতি পায় যখন *দৈনিক বাংলা* ২০২২ সালে আমাকে নিয়মিত একটি কলাম লেখার আমন্ত্রণ জানায়। এ গ্রন্থের বেশ কিছু লেখা *দৈনিক বাংলায়* প্রকাশিত হয়েছিল। কলামটির নাম তাঁরা দিয়েছিলেন 'মত দ্বিমত'।

গ্রন্থটির প্রকাশক জসিম উদ্দিন সাহেব কলামের লেখাগুলো নিয়মিত পড়তেন এবং আমাকে ফোন করে তাগিদ দিতেন যাতে এগুলো সংরক্ষণ করে রাখি। সেই সংরক্ষণ থেকে আলোচ্য এ গ্রন্থটি, যার নামটিও দিয়েছেন প্রকাশক নিজেই।

আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। আমার মতো ক্ষুদ্র একজনের লেখাকে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। প্রকাশনা সংস্থার সকলকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, তারা গ্রন্থটিকে সুন্দরভাবে সাজানোর কাজে শ্রম দিয়েছেন।

মোহাম্মদ হাননান
জানুয়ারি, ২০২৫

নূহ আ. ও প্রাচীন বাঙালি

বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রাচীনত্ব নির্ধারণে বিভিন্ন প্রত্নিদর্শন, বিদেশি ইতিহাস ও স্মৃতি গ্রন্থাবলির বাইরে ধর্মীয় পুস্তক ও অনুশাসনের কিংবদন্তিকেও সামনে আনা যায়। বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার পথিকৃৎ গোলাম হোসায়ন সলীম জইদপুরী ১৭৬৬-১৭৮৮ সালে রচিত ফারসি ভাষার গ্রন্থ *রিয়াজ-উস-সালাতীন*-এ হজরত নূহ (আ.)-এর সাথে বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের একটা সম্পর্কের কিংবদন্তি উত্থাপন করেছিলেন।[১]

এমনিতে হজরত নূহ (আ.) এবং তাঁর কালে সংঘটিত মহাপ্লাবন দুনিয়ার ইতিহাসে একটি স্বীকৃত ঘটনা। এই সম্পর্কে যেসব কিংবদন্তি ও মিথ প্রচলিত রয়েছে, তার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা সত্ত্বেও অনেক কিছুই ঐতিহাসিকেরা গ্রহণযোগ্য মনে করেছেন।

হজরত নূহ (আ.)-এর আসল নাম 'শাকের'। কোরআনের কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাঁর নাম 'সিকান' এবং কোনো কোনো রেওয়ায়েতে তাঁকে 'আবদুল গাফফার' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনের

---

১. গোলাম হোসায়ন সলীম, *রিয়াজ-উস-সালাতীন* (বাংলার ইতিহাস), আকবর উদ্দীন অনূদিত (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা ১৫-১৬। ১৭৬৬ থেকে ১৭৮৮ সাল পর্যন্ত সময় লেগেছিল এই গ্রন্থ রচনা করতে। ১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের মাত্র দশ বছরের কম সময়ের মধ্যে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জনৈক কুঠিয়াল জর্জ উডনির অনুরোধে তিনি এই ইতিহাস লেখায় হাত দেন।

সূরা *আল আরাফ*-এর ৫৯ নম্বর আয়াত দ্বারা প্রমাণ হয়, তিনি শুধু তাঁর স্বজাতির জন্যই নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন এবং সেই অর্থে গোটা বিশ্বের নবী তিনি ছিলেন না। তাঁর সম্প্রদায় ইরাকে বসবাসকারী ছিল। তবে রিসালত ও শরিয়তের দিক থেকে তিনিই দুনিয়ার প্রথম রসুল এবং মহাপ্লাবনে সমগ্র বিশ্ব প্রায় ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর যারা প্রাণে বেঁচেছিলেন, তাঁরা ছিলেন হজরত নূহ (আ.) ও তাঁর নৌকায় আশ্রয়গ্রহণকারী সঙ্গী-সাথি এবং বংশধরদের কয়েকজন মাত্র। তাঁদের হাতেই এ পৃথিবী নতুনভাবে আবাদ হয়। এ কারণে তাঁকে 'ছোট আদম'ও বলা হয়ে থাকে। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে নৌকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন মাত্র আশিজন। এদের মধ্যে পুরুষ চল্লিশ এবং স্ত্রীলোক ছিলেন চল্লিশ জন।[২]

এর মধ্যে হজরত নূহ (আ.)-এর তিন পুত্র হাম, সাম এবং ইয়াফেস ও তাদের স্ত্রীরাও ছিলেন। আমাদের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের জন্য এই তথ্যটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরপর থেকে পৃথিবীর বংশধারায় সরাসরি নূহ (আ.)-এর ঔরসের অবস্থান ছিল এ রকম[৩] :

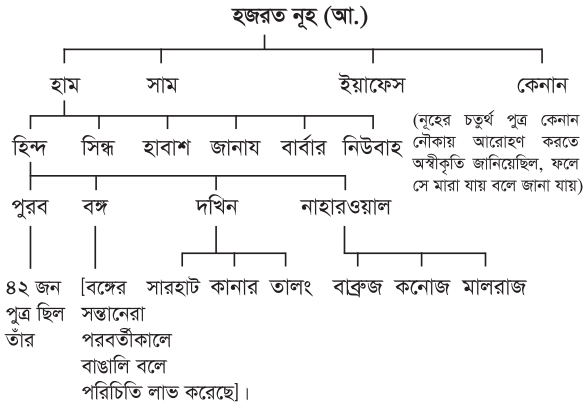

২. *পবিত্র কোরআনুল করিম*, তাফসির, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.), (অনুবাদ মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), (মদিনা, সৌদি আরব, ১৪১৩ হি.), সূরা *আল আরাফ*, পৃষ্ঠা ৪৫২।

৩. *রিয়াজ-উস-সালাতীন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

কোরআন অনুযায়ী হাম প্রথম পুত্র, কিন্তু বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী সাম (শেম) প্রথম পুত্র। বাইবেল আরও বলছে, কেনান নূহের পুত্র নয়, সে নূহের পৌত্র এবং হামের পুত্র।[৪]

নূহ (আ.)-এর এই বংশতালিকা অনুযায়ী প্রচলিত কিংবদন্তি হচ্ছে, নূহ (আ.) মহাপ্লাবনের পর বেঁচে যাওয়া এই আশিজনকে বংশবিস্তারের জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় প্রেরণ করেছিলেন। পুত্র হাম পিতার নির্দেশে এশীয় অঞ্চলে আসেন এবং তাঁর সন্তান হিন্দের নামে হিন্দুস্তান, সিন্ধুর নামে সিন্ধুস্তান ইত্যাদি নামপ্রাপ্ত হয়। আবার হিন্দের সন্তান 'বঙ্গ' ভারতের পূর্বাঞ্চলের যে স্থানে এসে বসতি স্থাপন করেন সেই স্থানের নামও তাঁর নামানুসারেই হয় 'বঙ্গদেশ'। 'বঙ্গে'র সন্তানরাই 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল' অথবা পরবর্তীকালে 'বাঙ্গালী', আরও পরে 'বাঙালি' বলে খ্যাতি লাভ করে।

সৌদি আরব থেকে প্রকাশিত হজরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.)-র তাফসিরকৃত পবিত্র কোরআনুল করিমে বলা হয়েছে, হজরত নূহ (আ.) হজরত আদম (আ.)-এর অষ্টম পুরুষ। আদম (আ.) ও নূহ (আ.)-এর মাঝখানে দশ শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তাঁদের উভয়ের মাঝে এক হাজার বছরের ব্যবধান। তাফসিরে বিভিন্ন সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে আরও বলা হয়েছে, নূহ (আ.)-এর জন্ম হজরত আদম (আ.)-এর জন্মের আটশ ছাব্বিশ বছর পর হয়েছিল। আর কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বয়স হয়েছিল নয়শ পঞ্চাশ বছর। আদম (আ.)-এর বয়স সম্পর্কে এক হাদিসে চল্লিশ কম এক হাজার বছর বলা হয়েছে। এভাবে আদম (আ.)-এর জন্ম থেকে নূহ (আ.)-এর মৃত্যু পর্যন্ত মোট দুই হাজার আটশ ছাপ্পান্ন বছর অতিক্রান্ত হয়।[৫]

---

৪. *পবিত্র বাইবেল : পুরাতন ও নতুন নিয়ম*, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি (ঢাকা, ১৯৮১), পৃষ্ঠা ১২-১৩।

৫. *পবিত্র কোরআনুল করিম*, তাফসির, হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শাফী (রহ.) (অনুবাদ : মাওলানা মুহিউদ্দীন খান), (মদিনা, সৌদি আরব, ১৪১৩ হি.); সূরা *আল আরাফ*, পৃষ্ঠা ৪৫২; সূরা *হুদ*, পৃষ্ঠা ৬৩২; সূরা *আল কাবুত*, পৃষ্ঠা ১০২৬; সূরা *আসসাকমাত*, পৃষ্ঠা ১১৪৯, সূরা নূহ, পৃষ্ঠা ১৪০৭।

বাংলার ইতিহাসের এই সূত্রে হজরত নূহ (আ.)-এর সময়পর্বটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদি তা সত্য হয়, তা হলে বাংলাদেশের ইতিহাস হজরত নূহ (আ.)-এর সময় থেকেই শুরু এবং এর থেকেই অনুমান করা যায় এর ইতিহাসের প্রাচীনতার বিষয়টি। নূহ (আ.)-এর বংশলতিকা ও সময়সীমা সম্পর্কে কোরআন এবং বাইবেলের বিবরণে খুব সামান্যই প্রভেদ বিদ্যমান। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে, মহাপ্লাবনের পর নূহ (আ.) তিনশ পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন। সব মিলিয়ে তিনি নয়শ পঞ্চাশ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তবে বাইবেলে নূহের পুত্র তিনজন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–শেম, হাম ও যেফত। বাইবেল অতঃপর বলেছে:

> আপন আপন বংশ ও জাতি অনুসারে ইহারা নূহের সন্তানদের গোষ্ঠী, এবং জলপ্লাবনের পরে ইহাদের হইতে উৎপন্ন নানা জাতি পৃথিবীতে বিভক্ত হইল।[৬]

প্রখ্যাত কোরআন বিশেষজ্ঞ ড. মরিস বুকাইলির বিশ্লেষণের সঙ্গে পবিত্র কোরআনের এই তাফসিরকারের ভাষ্যে ও ব্যাখ্যায় ভিন্নমত পরিদৃষ্ট হয়। মরিস বুকাইলি আদম থেকে নূহ এবং নূহ-পরবর্তী সময়ের পূর্বে উক্ত সময় সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচনা করেছেন। তিনি আদমের আগমনকে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময়ের নিরীক্ষায় বিশ্লেষণ করে দেখেছেন। ড. বুকাইলি বলেন:

> আধুনিক জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমাদের এই পৃথিবী নামক গ্রহটির বয়স হচ্ছে মোটামুটিভাবে সাড়ে চারশ কোটি বছর। গণনার ত্রুটির কারণে এই হিসাবে যদি কোনো বিচ্যুতি ঘটেও থাকে, তা হলেও তা কোটি দশেক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে; এর কম বা বেশি নয়। পক্ষান্তরে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের যে সময়পর্ব বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাব্যস্ত হয়েছে, তা পৃথিবীর

৬. *পবিত্র বাইবেল*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২-১৩।